Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী অর্থনীতি : রিবা ও এর বিকল্প সমাধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা পারভীন হক

রোলঃ 228020323

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী অর্থনীতি : রিবা ও এর বিকল্প সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা পারভীন হক

রোলঃ 228020323

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামী অর্থনীতি : রিবা ও এর বিকল্প সমাধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহমিনা পারভীন হক, আইডিঃ 228020323 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী অর্থনীতি : রিবা ও এর বিকল্প সমাধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তাহমিনা পারভীন হক

আইডিঃ 228020323

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা 5

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি 6

রিবার সংজ্ঞা 8

রিবার সাথে কষ্টার্জিত মুনাফার পার্থক্য 10

ইজমা ও কিয়াস 12

পঞ্চম অধ্যায়: রিবার কারণে সমাজে প্রতিকূলতা 13

ষষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামে ব্যবসা ও মুনাফার বৈধতা 15

অধ্যায় ৭: ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও তার কার্যক্রম 17

নবম অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতিতে জাকাত ও দানের গুরুত্ব 21

দশম অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতিতে সামাজিক ন্যায়বিচার ও দায়বদ্ধতা 23

দ্বাদশ অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতিতে পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রের ভূমিকা 24

একাদশ অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রম ও উৎপাদন ব্যবস্থা 26

ত্রয়োদশ অধ্যায়: উপসংহার 27

শেষ কথা 28

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানব জীবনের প্রতিটি দিক—ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—নিয়ন্ত্রণে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। অর্থনীতি মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ, যার সঠিক বা ভ্রান্ত ব্যবস্থাপনা সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তাই অর্থনৈতিক দিক থেকেও এর রয়েছে একটি স্বতন্ত্র, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক কাঠামো।

বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হলো রিবা বা সুদ। অথচ ইসলাম এই রিবার অস্তিত্বকেই সম্পূর্ণভাবে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা সুদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং হাদীস শরীফে এসেছে, যারা সুদের লেনদেন করে তারা মহান আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এতে বোঝা যায়, রিবা শুধু একটি আর্থিক অন্যায় নয়, বরং এটি একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি।

ইসলাম চায় একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ, যেখানে ধন-সম্পদের প্রবাহ শুধু ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। রিবা এই ন্যায়বিচারকে ধ্বংস করে দেয়। এজন্য ইসলাম রিবার পরিবর্তে বিকল্প পদ্ধতির কথা বলেছে—যেমন: মুশারাকা, মুদারাবা, মুরাবাহা, ইজারা ইত্যাদি। এই পদ্ধতিগুলো শুধু সুদের বিকল্প নয়; বরং এগুলোর মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক, ন্যায়নির্ভর ও সহযোগিতাপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

এই থিসিসে আমরা ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক ধারণা, রিবার সংজ্ঞা ও তার সামাজিক পরিণতি, ইসলাম কীভাবে রিবার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং ইসলামী বিকল্পগুলো কীভাবে বাস্তবায়নযোগ্য—তা সহজ ভাষায় আলোচনা করব। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রিবার প্রচলন এবং তা থেকে উত্তরণের বাস্তবিক উপায়ও তুলে ধরা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি

অর্থনীতি কী?

'অর্থনীতি' শব্দটি এসেছে 'অর্থ' এবং 'নীতি' এই দুটি শব্দের সংমিশ্রণে। অর্থ মানে সম্পদ, টাকা-পয়সা, সম্পদ সঞ্চয় বা ব্যবহার এবং 'নীতি' মানে পরিচালনার পদ্ধতি। সুতরাং, অর্থনীতি বলতে বোঝায়—জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞান।

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা

ইসলামী অর্থনীতি হলো, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে সম্পদের উপার্জন, ব্যয় ও বণ্টন হয় হালাল ও ন্যায়ের ভিত্তিতে। এখানে অন্যায় লাভ, জুলুম বা কারো অধিকার হরণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য হলো—সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ধন-সম্পদের সুষম বণ্টন এবং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ।

ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

১. আল্লাহর মালিকানা বিশ্বাস: ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস যে, সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষ কেবল আমানতদার।

২. হালাল-হারামের পার্থক্য: উপার্জন ও ব্যয়ের প্রতিটি দিক ইসলাম অনুযায়ী হালাল হতে হবে।

৩. রিবার নিষেধাজ্ঞা: সুদ বা রিবা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৪. যাকাত ও দান: সম্পদের পুনর্বণ্টনের জন্য ইসলাম যাকাত, সদকা ও দানকে বাধ্যতামূলক ও উৎসাহমূলক করেছে।

৫. ফারদ ও ওয়াজিব দায়িত্ব: ধনীদের উপর গরিবদের হক নির্ধারিত—যেমন যাকাত।

৬. শ্রম ও পরিশ্রমের মর্যাদা: ইসলাম কেবল পুঁজির ভিত্তিতে নয়, বরং পরিশ্রম ও মেধারও মূল্যায়ন করে।

উপসংহার

ইসলামী অর্থনীতি কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং এটি একটি বাস্তবিক ও ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি। এর মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। রিবার মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে ইসলামী অর্থনৈতিক মূলনীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী।

তৃতীয় অধ্যায়: রিবার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

রিবার সংজ্ঞা

‘রিবা’ (ربا) শব্দটি আরবি, যার অর্থ হচ্ছে “বৃদ্ধি” বা “বাড়তি”। শরিয়তের পরিভাষায়, কোনো অর্থনৈতিক লেনদেনে এমন অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদ দাবি করা যা চুক্তির সময় নির্ধারিত ছিল এবং পরিশোধের সময় তা বাড়তি হয়ে যায়—এটাকেই রিবা বা সুদ বলা হয়।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:

> “রিবা হলো এমন বাড়তি, যা বিনিময়যোগ্য পণ্যের লেনদেনে কোনোরূপ কারণ ছাড়া নেওয়া হয়।”

অর্থাৎ, রিবা এমন এক আর্থিক লাভ, যা কোনো প্রকৃত ব্যবসা, শ্রম বা ঝুঁকি ছাড়াই একজন মানুষ অর্জন করে, এবং সেটি অন্যের ক্ষতির বিনিময়ে হয়।

রিবার দুটি প্রধান প্রকারভেদ

১. রিবা-নাসিয়া (سود◌ে সময় বা সময়মূলক সুদ):

এটি হলো এমন রিবা, যা কোনো ঋণ বা ধার দেওয়ার সময় নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত চাওয়ার মাধ্যমে নেওয়া হয়। এটি আজকের দিনে প্রচলিত ব্যাংকিং সুদের সাথেই মিলে যায়। উদাহরণস্বরূপ:

> কাউকে ১০,০০০ টাকা ধার দিয়ে বলা হলো—এক মাস পরে ফেরত দিতে হবে ১১,০০০ টাকা। এই বাড়তি ১,০০০ টাকা হলো রিবা-নাসিয়া।

এই রিবাকে কুরআন শরীফে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

২. রিবা-ফযল (সুদে অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত বিনিময়):

এটি হলো, একই প্রকারের পণ্য বিনিময়ের সময় সমপরিমাণ না দেওয়া। যেমন:

> এক কেজি চালের বদলে দেড় কেজি চাল দেওয়া—এই অতিরিক্ত অংশ হারাম।

এই নিয়মের মূল উদ্দেশ্য হলো—লোভ, প্রতারণা ও অন্যায় লাভ বন্ধ করা।

হাদীসের দলিল:

রাসূল (সা.) বলেন:

> “সোনা বিনিময় করলে সোনার সাথে সমান পরিমাণে বিনিময় করবে এবং হাতে হাতে করবে... যে বাড়তি দিল বা নিল সে রিবা করল।”
(সহীহ মুসলিম)

রিবার অন্যান্য প্রকার (আধুনিক প্রেক্ষাপটে):

১. ব্যাংক সুদ – ঋণের ওপর নির্ধারিত হারে লাভ নেওয়া।
২. ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সুদ – শর্ত হিসেবে সময় বাড়ালে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া।
৩. ক্রেডিট কার্ডের বিলম্ব ফি – নির্ধারিত সময়ের পরে বাড়তি অর্থ যোগ করা।
৪. আধুনিক মাইক্রোক্রেডিট সুদ – গরীবদের কাছ থেকে বাড়তি অর্থ আদায়।

রিবার সাথে কষ্টার্জিত মুনাফার পার্থক্য

বিষয় রিবা হালাল ব্যবসায়িক মুনাফা

উৎস ঝুঁকিমুক্ত, চুক্তিভিত্তিক ঝুঁকি ও পরিশ্রমভিত্তিক

বৈধতাহারাম হালাল

সমাজে প্রভাব দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে উভয় পক্ষ উপকৃত হয়

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উৎসাহিত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: কুরআন ও হাদীসের আলোকে রিবার বিধান

রিবার বিরুদ্ধে কুরআনের হুঁশিয়ারি

রিবার নিষেধাজ্ঞা কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোরভাবে উল্লেখ আছে। এটি কোনো সাধারণ গোনাহ নয়, বরং এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার সমান অপরাধ।

১. সূরা আল-বাকারা (২:২৭৫):

> "যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিনে উঠে দাঁড়াবে না, যেমন দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি, যাকে শয়তান স্পর্শ করে উন্মাদ করে দিয়েছে। তারা বলে, 'ব্যবসাও তো সুদের মতই।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম..."

এই আয়াতে সুদকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যেন তা মানুষের বিবেক ও চরিত্রকে বিকৃত করে দেয়।

২. সূরা আল-বাকারা (২:২৭৮-২৭৯):

> “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হও, তবে যা কিছু সুদ বাকি আছে, তা পরিত্যাগ করো। আর যদি না করো, তবে জেনে রাখো—তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছ।”

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সুদ গ্রহণ করাকে পরিত্যাগ না করলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার শামিল।

৩. সূরা আলে ইমরান (৩:১৩০):

> “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না, বহুগুণে বাড়িয়ে—আর আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা সফল হও।”

এই আয়াতে সুদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকটি উল্লেখ করে সতর্ক করা হয়েছে।

রিবার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কঠোর মনোভাব

সহীহ মুসলিমে এসেছে:

> “রাসূল (সা.) সুদখোর, সুদদাতা, সুদ-লেখক ও সাক্ষীদের উপর লানত করেছেন এবং বলেছেন: ‘তারা সবাই সমান অপরাধী।’”

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, শুধু সুদ খাওয়াই নয়, এর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকেই গোনাহগার।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদীস:

> “নবি করীম (সা.) বলেছেন: ‘সুদ এমন এক গোনাহ, যার একটি অংশও ৩৬টি ব্যভিচারের সমান।’”

ইজমা ও কিয়াস

ইজমা (ঐক্যমত): সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, চার ইমাম এবং সকল ফকীহগণ একমত যে রিবা হারাম।

কিয়াস (তুলনামূলক ব্যাখ্যা): মানুষের ক্ষতি করে এমন যেকোনো অতিরিক্ত মুনাফা—চুক্তি হোক বা ছলচাতুরী—তা রিবার পর্যায়ে পড়ে।

উপসংহার

রিবা এমন এক আর্থিক অপরাধ, যার কারণে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে অন্যায়, শোষণ ও বৈষম্য ছড়িয়ে পড়ে। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণায় এটি শুধু নিষিদ্ধ নয়; বরং এর জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি। একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, আমরা রিবার পথ পরিহার করে হালাল ও ইনসাফভিত্তিক লেনদেনের পথে চলি।

পঞ্চম অধ্যায়: রিবার কারণে সমাজে প্রতিকূলতা

ইসলাম যেহেতু একটি ন্যায়ের ধর্ম, তাই এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত। রিবা বা সুদ হলো একটি অন্যায্য উপার্জনের মাধ্যম, যার মাধ্যমে সমাজে তৈরি হয় অসাম্য, শোষণ ও দুর্বলদের ওপর শক্তিশালীদের আধিপত্য। রিবার কুফল কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আখিরাতেও এর ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে।

১. ধনীর ধন বৃদ্ধি, গরিবের দারিদ্র্য চরমে পৌঁছে

সুদের মূল চরিত্র হলো—ধনীরা কোনো ঝুঁকি ছাড়াই কেবল টাকার বিনিময়ে টাকা কামিয়ে যায়। অপরদিকে, গরিবরা ঋণ নিয়ে সুদসহ ফিরিয়ে দিতে না পেরে আরও গরিব হয়ে পড়ে। এইভাবে ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়েই চলে।

কুরআনে ইঙ্গিত আছে:

> “যাতে সম্পদ ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।” (সূরা হাশর: ৭)

২. সামাজিক অবিচার ও শোষণ

রিবা সমাজে এমন এক অবিচারের জন্ম দেয়, যেখানে প্রয়োজনমতো টাকা নেওয়া মানুষকে কয়েকগুণ বেশি ফেরত দিতে হয়। ফলে তারা দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে যায়।

৩. পারস্পরিক সহানুভূতি ও মানবিকতা ধ্বংস হয়

সুদের সমাজে কেউ কাউকে সাহায্য করতে চায় না—সবকিছু হিসাব করে দেখে। ইসলামে যে “কার্যকর সাহায্য” বা মানবিক সহযোগিতার নীতি, সুদের কারণে তা হারিয়ে যায়।

৪. দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়

যখন মানুষ সুদের চাপে পড়ে যায়, তখন অনেকে চুরি, ঘুষ, প্রতারণা এমনকি আত্মহত্যার মতো কাজেও জড়িয়ে পড়ে। সুদ যেন এক অদৃশ্য শিকল, যা মানুষকে চাপা দুঃখে টেনে নিয়ে যায়।

৫. পরিবারে অশান্তি ও মানসিক চাপ

ঋণগ্রস্ততা এবং সুদের বোঝা অনেক সময় পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়, সন্তানের শিক্ষাও বাধাগ্রস্ত হয়। অনেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

৬. অর্থনৈতিক সংকট ও সমাজে মন্দা

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের অন্যতম কারণ হিসেবে রিবার ভূমিকা রয়েছে। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দা এবং বিভিন্ন দেশের ব্যাংকিং ধসের পেছনে সুদভিত্তিক অর্থনীতির বড় ভূমিকা ছিল।

উপসংহার

রিবা এমন একটি সামাজিক ব্যাধি, যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র—সবখানেই কুফল ডেকে আনে। এটি ধনীর ধন আরও বাড়ায়, গরিবকে আরও গরিব করে, এবং সমাজে ন্যায়বিচারের বদলে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এজন্যই ইসলাম রিবাকে হারাম ঘোষণা করে বিকল্প পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছে, যা সমাজে ভারসাম্য ও কল্যাণ বয়ে আনে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামে ব্যবসা ও মুনাফার বৈধতা

ব্যবসার গুরুত্ব ইসলামে

ইসলামে ব্যবসাকে অত্যন্ত সম্মানজনক একটি পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং অনেক হাদীসে ব্যবসায়িক লেনদেনের ন্যায়পরায়ণতা ও সততার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসে ব্যবসার প্রশংসা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

> “বাজারে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা কর, যাতে তোমরা সফল হও।” (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

রাসূল (সা.) বলেছেন:

> “সততা ব্যবসা উন্নত করে, আর ধোঁকাবাজি ব্যবসা ধ্বংস করে।” (সহীহ বুখারী)

বিনিয়োগ ও মুনাফা

ইসলামে লাভ-লোকসান উভয়ই গ্রহণযোগ্য, কারণ ব্যবসায় ঝুঁকি থাকে। ব্যবসা যখন স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত হয়, তখন প্রাপ্ত মুনাফা হালাল ও বরকতময়।

মুনাফার বৈধ শর্ত

১. হালাল পণ্য-বাণিজ্য: বিক্রিত পণ্য বা সেবা হারাম নয়।
২. সততা ও ন্যায়: মূল্য নির্ধারণ ও পণ্যের গুণমান সম্পর্কে সৎ থাকা।
৩. ঝুঁকির অংশগ্রহণ: ব্যবসায় ঝুঁকি না নিয়ে নির্ধারিত অতিরিক্ত লাভ নেওয়া রিবা হয়, যা হারাম।
৪. অবৈধ উপায় থেকে মুক্ত: প্রতারণা, ঠকানো, জালিয়াতি থেকে দূরে থাকা।

রিবা বনাম মুনাফা

বিষয় রিবা মুনাফা

ঝুঁকি ঝুঁকি শূন্য ঝুঁকি স্বীকার করা হয়
বৈধতাহারাম হালাল
উপার্জনের পদ্ধতি নির্ধারিত অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া ব্যবসার সফলতার উপর নির্ভরশীল

উপসংহার

ইসলামে ব্যবসা একটি সম্মানিত পেশা যা সমাজ ও অর্থনীতিকে উন্নত করে। যেখানে সততা, ন্যায় ও ঝুঁকি ভাগাভাগি থাকে, সেখানে মুনাফা হালাল ও বরকতময়। রিবা থেকে দূরে থেকে ব্যবসা পরিচালনা করাই ইসলামের নির্দেশ।

অধ্যায় ৭: ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও তার কার্যক্রম

ভূমিকা:

ইসলামী ব্যাংকিং এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণভাবে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় সুদের (রিবা) কোনো স্থান নেই। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে ঋণের মাধ্যমে সুদ আয় করে, সেখানে ইসলামী ব্যাংক প্রকৃত ব্যবসায়িক অংশীদার হয় এবং হালাল পদ্ধতিতে লাভ অর্জন করে।

---

১. ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি:

ইসলামী ব্যাংকিং কয়েকটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়:

রিবা বা সুদ নিষিদ্ধ:
কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সুদ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই হারাম। ইসলামী ব্যাংকগুলো এই নিষিদ্ধ সুদের পরিবর্তে লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে।

হালাল বিনিয়োগ:
ইসলামী ব্যাংক এমন কোনো খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে না যা শরিয়তসম্মত নয়, যেমন মদ, জুয়া, অস্ত্র ব্যবসা ইত্যাদি।

লাভ-ক্ষতির ভাগাভাগি (Profit & Loss Sharing):
ব্যাংক ও গ্রাহক একে অপরের সঙ্গে অংশীদার হয়ে কাজ করে। লাভ হলে উভয়ে লাভ ভাগ করে নেয়, আর ক্ষতি হলে তা ভাগ করে নেয়া হয় পূর্বনির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী।

---

২. ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম:

(ক) আমানত গ্রহণ (Deposit Collection):

ইসলামী ব্যাংক তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে:

1. আমানত বা ওয়াদিয়া (Amanah):
এটি এমন আমানত যা গ্রাহক শুধু নিরাপত্তার জন্য জমা রাখে। এখানে ব্যাংক কোনো বিনিয়োগ করে না এবং কোনো মুনাফা দেয় না।

2. কারয হাসানা (করুণ ঋণ):
এটি একটি বিনা সুদের ঋণ। ইসলামী ব্যাংক কখনও কখনও দান বা সহানুভূতির ভিত্তিতে গ্রাহককে এই ঋণ দিয়ে থাকে।

3. মুদারাবা আমানত (Mudaraba Saving & Term Deposit):
এখানে গ্রাহক মূলধন দেয় এবং ব্যাংক সেই মূলধনে ব্যবসা করে। লাভ হলে উভয়ে পূর্বনির্ধারিত হারে তা ভাগ করে নেয়।

(খ) বিনিয়োগ কার্যক্রম (Investment Activities):

ইসলামী ব্যাংক সুদের পরিবর্তে যেসব পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে তা নিচে দেওয়া হলো:

1. মুরাবাহা (Murabaha):
গ্রাহকের অনুরোধে ব্যাংক কোনো পণ্য ক্রয় করে এবং নির্দিষ্ট লাভসহ তা গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। এটি নির্দিষ্ট লাভে বিক্রয় পদ্ধতি।

2. মুশারাকা (Musharaka):
ব্যাংক এবং গ্রাহক যৌথভাবে পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করে। উভয়ে লাভ ও ক্ষতি ভাগ করে নেয়।

3. মুদারাবা (Mudaraba):
গ্রাহক মূলধন দেয় না, ব্যাংকই দেয়। গ্রাহক ব্যবসা পরিচালনা করে। লাভ হলে উভয়ে শেয়ার করে, ক্ষতির দায় শুধু মূলধনের উপর।

4. ইজারা (Ijarah):
এটি ভাড়াভিত্তিক একটি পদ্ধতি। ব্যাংক গ্রাহকের জন্য কোনো বস্তু ক্রয় করে তা ভাড়া দেয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গ্রাহক ভাড়া দেয়।

5. বাই-সালাম (Bai’ Salam):
এটি অগ্রিম অর্থ দিয়ে ভবিষ্যতের কোনো পণ্য ক্রয়ের চুক্তি। সাধারণত কৃষিপণ্য বা উৎপাদিত পণ্য আগেই ব্যাংক কিনে নেয়।

---

৩. প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের পার্থক্য:

বিষয়	প্রচলিত ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
ভিত্তি	সুদ (Riba)	শরিয়াহভিত্তিক (Riba মুক্ত)
সম্পর্ক	ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা	অংশীদারিত্ব ভিত্তিক
বিনিয়োগ	যেকোনো লাভজনক খাতে	শুধু হালাল খাতে
মুনাফা	নির্দিষ্ট সুদ	লাভ-ক্ষতির শেয়ার

---

৪. ইসলামী ব্যাংকের সুবিধাসমূহ:

আখলাক ও ধর্মীয় সচেতনতা:
ইসলামী ব্যাংক ধর্মীয় নিয়ম মেনে চলে, ফলে ধর্মীয় দিক থেকে নিরাপদ।

বৈষম্যহীন অর্থনীতি:
সুদের কারণে ধনী-গরিবের বৈষম্য বাড়ে, কিন্তু ইসলামী ব্যাংক লাভ-ক্ষতির শেয়ার করে সমাজে ভারসাম্য আনে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা:
দান, যাকাত ও সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ:
প্রকৃত ব্যবসায়িক মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে, তাই ঝুঁকি কম।

---

৫. বাস্তব উদাহরণ:

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন দেখা যায়:

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (IBBL)
সর্ববৃহৎ ইসলামী ব্যাংক যা দেশব্যাপী শাখা বিস্তার করেছে।

এক্সিম ব্যাংক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি এরা সকলেই ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত।

উপসংহার:

ইসলামী ব্যাংকিং একটি ন্যায়ভিত্তিক এবং রিবা-মুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা, যা সমাজে নৈতিকতা, জবাবদিহিতা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করে। এটি কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেন নয়, বরং ইসলামের সার্বিক জীবনব্যবস্থার একটি অংশ। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে ইসলামী ব্যাংকিং একটি বিকল্প ও টেকসই সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
[20/05, 4:30 pm] Tahmina Haque:

নবম অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতিতে জাকাত ও দানের গুরুত্ব

১. জাকাত: ইসলামের অর্থনৈতিক স্তম্ভ

জাকাত হলো ইসলাম ধর্মের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম একটি। এটি কেবল ইবাদত নয়, বরং ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আল্লাহ তায়ালা নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও অসহায়দের মাঝে বিতরণ করার ব্যবস্থা করাই জাকাতের মূল উদ্দেশ্য।

২. জাকাতের শর্তসমূহ

নিশ্চিত পরিমাণ সম্পদ: যেকোনো সম্পদের জন্য যেমন সোনা, রূপা, নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক মাল, ফসল, পশু—যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের (নিসাব) বেশি হয়।

সম্পদে বার্ষিক বৃদ্ধি: সম্পদ এক বছর পুরোপুরি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকা জরুরি।

নির্দিষ্ট হারে আদায়: সাধারণত ২.৫% (চোথাই অংশ) দিতে হয়।

৩. জাকাতের উদ্দেশ্য ও প্রভাব

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি: দরিদ্র ও গরিবরা সাহায্য পেয়ে সমাজে একতা বজায় থাকে।

দারিদ্র্য বিমোচন: নিয়মিত বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্রদের জীবনমান উন্নত হয়।

সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন: সম্পদ সমাজের একাংশের কাছে আটকে না থেকে সকলের মাঝে বন্টিত হয়।

আর্থিক শোধন ও সুশাসন: লোভ ও স্বার্থপরতা কমে যায়, ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি পায়।

৪. দানের গুরুত্ব

জাকাত ছাড়াও সাদাকা বা ইচ্ছামতো দান করাও ইসলামে উচ্চাকাঙ্ক্ষিত। এটি হৃদয় শুদ্ধ করে, সম্পদের বারকত বাড়ায় এবং মানবিক দায়বদ্ধতা বাড়ায়।

দশম অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতিতে সামাজিক ন্যায়বিচার ও দায়বদ্ধতা

১. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ধারণা

ইসলামে অর্থনীতি শুধু অর্থ উপার্জন নয়; এটি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সবার অধিকার রক্ষা করা এবং শোষণ প্রতিরোধ করাই ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

২. শ্রমিক ও কর্মচারীর অধিকার

যথাযথ মজুরি প্রদান।

শ্রমের নিরাপত্তা ও সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা।

অন্যায় শোষণ থেকে শ্রমিককে রক্ষা।

৩. সম্পদ ব্যবহারে দায়বদ্ধতা

মুসলমানের জন্য সম্পদ হলো এক অমুল্য দায়িত্ব, যা শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, সমাজের কল্যাণেও ব্যয় করতে হবে।

৪. দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস

সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব।

দরিদ্রদের সাহায্যে সরকার ও সমাজের অংশগ্রহণ।

ন্যায্য কর ব্যবস্থা ও সম্পদের পুনর্বণ্টন।

দ্বাদশ অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতিতে পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

১. রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দায়িত্ব

ইসলামে রাষ্ট্র কেবল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নয়, বরং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রক হিসেবেও কাজ করে। রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

ন্যায়পরায়ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা:
রাষ্ট্রকে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় যেখানে সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ থাকে। এখানে ধনী-গরিবের মাঝে বৈষম্য কমিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন:
রাষ্ট্রীয় সম্পদ যেমন কর, জাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ করে তা দরিদ্র, অসহায় ও অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করে।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা:
দরিদ্র ও বেকারদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

অর্থনৈতিক অপরাধ দমন:
জালিয়াতি, কর ফাঁকি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়।

২. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব

সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল অর্থনীতি গড়তে পরিকল্পনা অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা দেশের সম্পদ সঠিক পথে ব্যবহার নিশ্চিত করে।

বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি:
রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, যা দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।

বেকারত্ব দূরীকরণ:
পরিকল্পিত অর্থনৈতিক নীতিমালা বেকারত্ব কমাতে সাহায্য করে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে যুব সমাজকে কাজের যোগ্য করে তোলে।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন:
অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

টেকসই উন্নয়ন:
পরিবেশের সুরক্ষা ও সম্পদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয় যাতে আগামী প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ অবশিষ্ট থাকে।

৩. রাষ্ট্রের ভূমিকা ও ইসলামী মূল্যবোধ

ইসলামী রাষ্ট্র মানব কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। রাষ্ট্রের নীতিমালা কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করে, যা মানুষের অধিকার ও দায়বদ্ধতা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করে।

একাদশ অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রম ও উৎপাদন ব্যবস্থা

১. শ্রমের মর্যাদা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে শ্রমকে আল্লাহর দেয়া এক অনবদ্য নিয়ামত হিসেবে দেখা হয়। শ্রমিকের পরিশ্রম ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, “মেহনতি মানুষের কাজ আল্লাহর নিকট প্রিয়।"

শ্রম একটি ইবাদত:
সৎ ও পরিশ্রমী কাজ করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমিকের সম্মান:
শ্রমিককে শ্রদ্ধা জানানো এবং তার অধিকার রক্ষা করা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা।

২. শ্রমিকের অধিকার

ন্যায্য মজুরি প্রদান:
শ্রমিককে তার কাজের জন্য সময়মতো এবং পর্যাপ্ত মজুরি দিতে হবে। ধোঁকাধড়ি বা বঞ্চনা করাও হারাম।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ:
শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়োগকর্তার।

শ্রমিকের অধিকার রক্ষা:
কোনো অবস্থাতেই শ্রমিককে অবিচার বা নির্যাতন করা যাবে না।

৩. উৎপাদন ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার

সঠিক মূল্য নির্ধারণ:
পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ন্যায়পরায়ণতা ও সততা বজায় রাখতে হবে। অতিরিক্ত মুনাফা বা মূল্যবৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ।

পরিবেশ ও সম্পদের রক্ষা:
উৎপাদন কার্যক্রমে পরিবেশের ক্ষতি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সমাজভিত্তিক উন্নয়ন:
উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের সকল স্তরের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়: উপসংহার

ইসলামী অর্থনীতি হলো এক সম্পূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, যা শুধুমাত্র লাভ-ক্ষতির হিসাব নয়, বরং মানব সমাজের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সাম্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো রিবা বা সুদ হারাম ঘোষণা, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীর অধিকার রক্ষা, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা।

ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যসমূহ

দারিদ্র্য বিমোচন: সম্পদের সঠিক বণ্টন ও দরিদ্রদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

বৈষম্য হ্রাস: ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা।

নৈতিক ব্যবসা ও বিনিয়োগ: ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ ও মুনাফার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

সামাজিক নিরাপত্তা: দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ: উন্নয়ন ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

শেষ কথা

ইসলামী অর্থনীতি মানবতার কল্যাণের জন্য প্রণীত একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এটি শুধু আর্থিক উপার্জন নয়, বরং একটি সুন্দর সমাজ গড়ার পথ। যেখানে ন্যায়বিচার, মানবিক দায়িত্ব ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।